সুনির্বাচিত

কিশোর উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূপাল রহস্য ৯

অন্ধকারের বন্ধু ৭৪

জঙ্গলগড়ের চাবি ১৩৬

দিনে ডাকাতি ২৪৮

নীলমূর্তি রহস্য ২৮৩

অন্ধকারে সবুজ আলো ৪২১

ভূপাল রহস্য

১

কাকাবাবু দারুণ চটে গেলেন নিপুদার ওপর।

নিপুদা মানুষটি খুব আমুদে ধরনের, সবসময় বেশ একটা হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভালবাসেন, আর কথাও বলেন জোরে জোরে।

নিপুদা আমার জামাইবাবুর ছোট ভাই। গত বছর আমার ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দি আর জামাইবাবুরা এখন থাকে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে। নিপুদাও ভূপালেই পড়াশুনা করেছে, চাকরিও করে সেখানে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স।

অফিসের কাজে নিপুদাকে প্রায়ই আসতে হয় কলকাতায়। এসেই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা বাংলা সিনেমা থিয়েটার দেখে ফেলে। আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের ভালভাল হোটেলে। নিপুদা এলে আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটে।

কিন্তু নিপুদার কথা শুনে যে কাকাবাবু প্রথমেই এতটা চটে যাবেন, তা আমিও বুঝতে পারিনি।

কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পুরনো দলিল পরীক্ষা করছিলেন। আর অন্যমনস্কভাবে পাকাচ্ছিলেন বাঁদিকের গোঁফ। নিপুদা সে-ঘরে ঢুকেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আরে, আরে ও কি , না, না, দরকার নেই।'

কাকাবাবু পছন্দ করেন না কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করুক। কাকবাবুর একটা পা অকেজো বলেই বোধ হয় তাঁর বেশি সঙ্কোচ। নিপুদা তবু জোর করে প্রণাম সেরে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'কাকাবাবু, কেমন আছেন? ওঃ, নেপালে তো আপনারা একটা সাংঘাতিক কান্ড করে এলেন, পুরো একটা গুপ্তচর-চক্রকেই ধরে ফেললেন। ভূপালের কাগজেও খবরটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। আমরা অবশ্য ওখানে বোম্বের খবরের কাগজও পাই ... প্রথমে ওরা খবর দিয়েছিল, আপনি বুঝি সেই অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান, ইয়েতি যাকে বলে... তাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন! আচ্ছা কাকাবাবু, ইয়েতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

কাকাবাবু মুখখানা একটু হাসি হাসি করে বললেন, 'কি জানি!'

নিপুদা আবার বলল, 'আর ওই যে লোকটা, কেইন শিপ্‌টন, ও কি পালিয়েই গেল? ওকে আর ধরা গেল না?'

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না!'

আমি বুঝতে পারলুম কাকাবাবু নিজের কোনও একটা চিন্তা নিয়ে মগ্ন আছেন, কথা বলার মুডে নেই।

নিপুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, আপনি কখনও ভূপাল গেছেন? একবার চলুননা, দারুণ জায়গা, আপনার খুব ভাল লাগবে!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভূপাল আমি গেছি। দুবার বোধহয়। না, তিনবার।'

নিপুদা তবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আর একবার চলুন। এবারেই আমার সঙ্গে চলুন, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে!'

'এখন তো আমার যাওয়া হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'

'জানেন, ভূপালে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে সাংঘাতিক খুন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না।'

এবার কাকাবাবু মুখ তুলে সোজা তাকালেন নিপুদার দিকে।

নিপুদা বলল,'ওখানকার পুলিশগুলো কোনও কম্মের না! আপনি গেলে ঠিক খুনিকে খুঁজে বার করতে পারবেন। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসারকে আমি বলেছি, তুমি মিঃ রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ, তাঁকে ডেকে তাঁর বুদ্ধি নাও.... ।'

কাকবাবুর চোখ দুটি স্থির, মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে কাকাবাবু বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর অত রাগের কারণটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম পরে। কাকাবাবু সাধারণ ডিটেকটিভ নন, খুনের তদন্ত করাও তাঁর পেশা নয়। কোনও বড় শিল্পীকে যদি সিনেমার পোস্টার আঁকতে বলা হয়, তা হলে তিনিও কাকাবাবুর মতনই চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

রেগে গেলে কাকাবাবু বকাবকি, চ্যাঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু মুখখানা কি রকম চৌকো মতন হয়ে যায়।

কাকাবাবু চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর নিপুদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবর টবর ভাল তো? রুমি ভাল আছে নিশ্চয়ই?'

নিপুদা তাও মহা উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, প্রথম খুনটার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় খুন... ডেডবডিটা পাওয়া গেল আরেরা কলোনিতে একটা পার্কের মধ্যে ...'

কাকাবাবু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিপু, তুমি এখন ভেতরে যাও, অন্যদের সঙ্গে কথা-টথা বল —'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পেছনের একটা দেওয়াল আলমারি খুলে বই ঘাঁটতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

নিপুদা বলল, 'তারপর শুনুন, কাকাবাবু, থার্ড খুনটা...'

আমি এবার চুপিচুপি নিপুদাকে বললুম, 'চল নিপুদা, আমরা ভেতরে যাই।'

নিপুদা কী রকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার, উনি আমার কথা শুনলেনই না!'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছেন অন্য কিছু নিয়ে।'

'কিন্তু পরপর তিনটে নৃ-নৃ-নৃ, মানে ওই যে কী বলে লোমহর্ষ খুন ... হ্যাঁগো, সন্তু, এই লোমহর্ষ কথাটার মানে কি গো? হর্ষ মানে তো আনন্দ!'

আমি বললুম, 'লোমহর্ষ না, রোমহর্ষ। যা শুনলে ভয়ে সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।'

নিপুদা বলল, 'হ্যাঁ, সেইরকম ঘটনাই বটে। কাকাবাবু যদি কেসটা হাতে নেন, আমাদের মধ্যপ্রদেশে ওঁর খুব নাম হয়ে যাবে।'

'আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগে তো আমায় বলতে হবে কেসটা। আমি যদি মনে করি নেওয়া যেতে পারে, তা হলে কাকাবাবুকে রাজি করাব।'

কিন্তু কাকাবাবুর সহকারী হিসেবে নিপুদা আমায় বিশষ পাত্তা দিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি বুঝবে! এমন নৃ-নৃপুংসক ব্যাপার!'

'নৃপুংসক? ওঃ হো, নৃশংস! আমি কত সাংঘাতিক নৃশংস ব্যাপার দেখেছি, তুমি ধারণাই করতে পারবে না! জান, আন্দামানে কি হয়েছিল!'

নিপুদা বলল, "চল, তা হলে আজ সন্ধেবেলা 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটা দেখে আসি।"

'তা তো যাব। খুন তিনটের কথা বলবে না?'

নিপুদা আমাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও কে! তোমরা বাড়িতে নেপালি দারোয়ান রাখলে কবে?'

আমি বললুম, 'নেপালি দারোয়ান না তো! ও তো মিংমা, আমাদের বন্ধু। ওর জন্য কাকাবাবু আর আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। ও ক'দিন আগে নেপাল থেকে বেড়াতে এসেছে আমাদের এখানে।'

'তাই বল। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির। খুব স্মার্ট, নয়?'

'মিংমা দু'বার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল।'

'ও, শেরপা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন শেরপার নামও কাগজে বেরিয়েছিল বটে। এই-ই সেই? এ তো তাহলে খুব বিখ্যাত!'

মিংমা গেটের কাছে আমার কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। এই প্রথমবার কলকাতায় এসেছে মিংমা। কলকাতার রাস্তায় ও একা-একা বেরুতে ভয় পায়। তাই আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না। আমার কুকুরটার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। বেশ বাংলা শিখে গেছে এর মধ্যে। শিস্ দিয়ে ডাকছে, 'র-কু-কু! ইধার এস! দৌড়কে এস।'

মিংমাকে ডেকে আমি আলাপ করিয়ে দিলুম নিপুদার সঙ্গে।

নিপুদা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুম তো নেপালকা আদমি হ্যায়, ভূপাল কভি দেখা? ভূপাল নেপালসে ভি আচ্ছা!'

মিংমা ভূপাল জায়গাটার নামই শোনেনি। সে অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

নিপুদা মিংমার বুকে টোকা মেরে বলল,' তুম নেপালি, হাম ভূপালি! তুম্ ভি হামলোগকা সাথ সিনেমা চল।'

সন্ধেবেলা সিনেমা দেখার পরই অবশ্য আমাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল, বাইরের হোটেলে আর খাওয়া হল না। কারণ মা আজকে তিন রকম মাছ রান্না করেছেন মিংমার জন্য। মিংমা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষত ইলিশ আর চিংড়ি।

খাবার টেবিলে নানারকম গল্পগুজব হচ্ছে, হঠাৎ নিপুদা দুম্ করে কাকাবাবুকে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে গেলে খুব ভাল হত। আমি ধীরেনদাকে প্রায় কথাই দিয়ে ফেলেছি যে, আপনাকে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে অকারণেই একবার বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটা মুছে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নিপু, আমি জানি না ধীরেনদাটি কে। আর আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সম্পর্কে কারুকে কথা দেওয়ার অভ্যেসটিও মোটেই ভাল নয়।'

এমন কী, মা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেলেন যে, কাকাবাবু খুবই রেগে গেছেন নিপুদার ওই রকম কথা শুনে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'নিপু, তুমি আর একটা ইলিশ মাছ নাও। একটা পেটি নাও; তোমাদের ওখানে তো ইলিশ পাওয়া যায় না! তোমরা চিংড়ি মাছ পাও?'

নিপুদা মায়ের কথা গ্রাহ্য না করে আবার বলল, 'বুঝলেন না, তিন-তিনটে খুন, তিনজনই শিক্ষিত লোক, তাদের একেবারে গলা কেটে ফেলেছে। একটা ডেড বডি তো আমি নিজেই দেখেছি, ওঃ কী রক্ত!'

কাকাবাবু বললেন, 'খাওয়ার সময় ওসব রক্তারক্তির কথা বলতে নেই, তাতে হজমের গন্ডগোল হয়। মন দিয়ে খেয়ে নাও।বরং বৌদি খুব সুন্দর রান্না করেছেন।'

কাকাবাবু নিজে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। প্রায় তক্ষুনি উঠে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম কাকাবাবু ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ এর পরেও যেন নিপুদা গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করতে না পারে।

অবশ্য নিপুদার মুখে খুনের কথা শুনে আর সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাবা বললেন, 'তোমাদের ওখানেও খুন-জখম শুরু হয়ে গেছে নাকি?'

মা বললেন, 'কোথাও আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। খালি খুন আর খুন। তুমি নিজের চোখে দেখলে নিপু? কি রকম দেখলে, গলা কাটা?'

নিপুদা বলল, 'খুন তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু এই খুনগুলো একদম অন্যরকম। তিনজনেই নিরীহ ভদ্রলোক, ,লেখাপড়ার চর্চা নিয়ে থাকতেন। একজন তো আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব, আমি কতদিন দেখেছি

মাঝরাতের পরেও ওঁর ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাতও নাকি জেগে কাটাতেন মাঝে মাঝে। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিনও রাত দুটোর সময় নাকি পাড়ার একটি ছেলে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আর ভোর বেলা দেখা গেল পার্কে একটা বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ওঁর দেহটা, আর মুন্ডুটা গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।'

মা বললেন, 'উফ! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়!'

নিপুদা বলল,'শ্রীবাস্তবজী অতি শান্তশিষ্ট মানুষ, পাড়ার কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবও ছিল না, ঝগড়াও ছিল না, নিজের মনে থাকতেন। এরকম লোককে কে যে মারবে।'

আমি বললুম, 'নিপুদা তুমি বার বার শুধু দ্বিতীয় খুনটার কথা বলছ কেন। প্রথম খুনটা কিভাবে হয়েছিল?'

'দ্বিতীয় খুনটার পরই প্রথম খুনটার কথা ভালভাবে জানা গেল। খবরের কাগজে লিখল যে, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মতনই ভূপাল মিউজিয়ামের কিউরেটর সুন্দরলাল বাজপেয়িকেও কেউ ওই রকমভাবে গলা কেটে খুন করেছে মাস খানেক আগে। তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল একটা কবরখানায়। সুন্দরলাল বাজপেয়ি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, খুব সাহেব ধরনের মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল বিশাল, ওই রকম একজন তাগড়া লোকের গলা কেটে খুন করাও তো সহজ কথা নয়।

'আর তৃতীয়টা?'

'তৃতীয় ঘটনাটা একটু অন্যরকম। সেটা তো ঘটল আমি আসবার মাত্র চারদিন আগে। এঁর নাম মনোমোহন ঝা। বেশ বয়স্ক লোক, চাকরি থেকে কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন। ইনি থাকতেন একা একটি ফ্ল্যাটে। সঙ্গে একজন চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেউ মনোমোহন ঝাকে খুন করে গেছে। তাঁর মুখের ওপর তখনও বালিশটা চাপা দেওয়া রয়েছে।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই চাকরটা?'

নিপুদা বলল, 'সবারই প্রথমে চাকরটার কথাই মনে হয়েছিল। পুলিশও ভেবেছিল, চাকরটাই খুন করে পালিয়েছে। যদিও ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, আর ওই চাকরটিও নাকি মনোমোহন ঝা-র কাছে কাজ করছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে। পরদিন চাকরটাকে পাওয়া গেল ভূপাল থেকে দশ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়, জিবটা কাটা।'

মা বললেন, 'অ্যাঁ?'

কেউ তার জিবটা কেটে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বুঝলেন না, একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার! চাকরটার চিকিৎসা হচ্ছে হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর কি হল?'